ভূমিকা

ছোটগল্প হল আধুনিক যুগের ফসল। এককথায় বলতে গেলে ছোটগল্প আধুনিক যুগ-যন্ত্রণার ফসল। বাংলা সাহিত্যের যতগুলি প্রকরণ রয়েছে তার মধ্যে ছোটগল্প হল সবচেয়ে প্রাণবন্ত শাখা। ছোটগল্পের প্রধান উপজীব্য বিষয় মানুষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে বাংলা ছোটগল্প সার্থকতা লাভ করে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজ পত্র' পত্রিকা প্রকাশিত হলে বাংলা ছোটগল্পের গতিপথ কিছুটা পরিবর্তিত হয়। প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পে মননশীলতার পাশাপাশি সরস, বুদ্ধিদীপ্ত ও মার্জিত ভাষার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সাহিত্যের জগতে আবির্ভাব হয় এক নতুন পত্রিকার। নাম 'কল্লোল'। সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাস ও গোকুলচন্দ্র নাগ। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্য একটা বাঁক নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যাবতীয় খরচের বেশিরভাগ অর্থ ইংরেজরা ভারতবর্ষ থেকে সংগ্রহ করেছিল। ফলে সমাজে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, বেকারত্ব বেড়ে যায়। কৃষকের উৎপাদিত ফসলের দাম কমে যায়। গ্রামের মানুষেরা শহরমুখী হতে থাকে। 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল লেখকগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। যাঁদের ছোটগল্পে সমসাময়িক অবক্ষয়ের দিকগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এঁদের লেখাতেই সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষের কথা উঠে আসতে থাকে।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে শেষ হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের মধ্যে দিয়ে দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এই আট বছর সময়কালের মধ্যে বাংলা তথা দেশের বুকে একাধিক বিপর্যয় ঘটে যায়। বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি মন্বন্তর, অর্থনৈতিক সংকট, জাপানি আক্রমণ, মেদিনীপুরের ভয়াবহ বন্যা, আজাদ হিন্দ আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নৌ বিদ্রোহ, দেশবিভাগ, স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও উদ্বাস্তু সমস্যা, প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে চল্লিশের দশক উত্তাল হয়ে উঠেছিল। এই উত্তাল সময়ের পরিচয় বহন করে এই সময়ের ছোটগল্প। এই সময়ে একদল ছোটগল্পকার উঠে আসেন। যাঁদের ছোটগল্পে সমকালীন মূল্যবোধের অবক্ষয়, সংশয়, জীবন-জিজ্ঞাসা, অর্থনৈতিক সংকট ও দেশভাগের যন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠেছে। এই সময়কালেই ফ্যাসিবাদ বিরোধী চেতনা গড়ে ওঠে এবং সাম্যবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

স্বাধীনতার পর ইংরেজরা শাসন ক্ষমতা থেকে বিদায় নিলেও দেশভাগের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিভেদ সৃষ্টি করে পরোক্ষভাবে কর্তৃত্ব করার সুযোগ গ্রহণ করে। উদ্বাস্তু মানুষের মধ্যে এসময় নতুন করে বাঁচার জন্য জীবন সংগ্রাম দেখা দেয়। শহরের জনসংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই কর্মসংস্থানের অভাবে জীবনে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ বিচিত্র পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই সময়ের ছোটগল্পে কঠোরভাবে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবন-সংকটের কথাই উঠে এসেছে। ষাটের দশক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বর্ণময় দশক। এই দশককে আন্দোলনের দশকও বলা যায়। সমগ্র ষাটের দশক জুড়ে বেশ কিছু সাহিত্য আন্দোলন সংগঠিত হয়। যার সূত্রপাত হয়েছিল পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে বিমল করের 'ছোটগল্প: নতুন রীতি' পুস্তিকার মধ্যে দিয়ে। এই পুস্তিকার পঞ্চম সংখ্যায় ছোটগল্প বিষয়ক একটি প্রবন্ধ ছিল। যেখানে গল্পের প্রচলিত ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করার কথা বলা হয় এবং কবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের বিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ছোটগল্পকে সমস্ত রকম যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'হাংরি জেনারেশন'-এর পত্রিকা প্রকাশিত হলে সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই সম্প্রদায়ের লেখকেরা নিজস্ব জীবনাভিজ্ঞতার কথা যাকে এতদিন সাহিত্য হিসেবে গণ্য করা হয়নি, তাকেই তাঁরা সাহিত্য হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়েছিল। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে 'শ্রুতি' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয় 'শ্রুতি' সাহিত্য আন্দোলন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে শুরু হয় 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন'। এই আন্দোলনকারীদের মুখপত্র ছিল 'এইদশক' পত্রিকা। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রমানাথ রায়। শাস্ত্রবিরোধী গোষ্ঠীর লেখকেরা অতীতের সমস্ত মহৎ সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন এবং ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এক স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গির আমদানি করলেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে 'সাম্প্রতিক' পত্রিকার অষ্টম সংখ্যা প্রকাশিত হলে সূত্রপাত হয় 'ধ্বংসকালীন সাহিত্য' আন্দোলনের। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে 'নিম সাহিত্য' নামে একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। যার নেতৃত্ব দিয়েছিল কিছু যুবক। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা অবিকৃতভাবে সাহিত্যে তুলে ধরার কথা বলেছেন। এই সময় ছোটগল্প পূর্বের রীতি থেকে সরে এসে একটা বাঁক নেয়। গল্পে বহির্বাস্তবতা গৌণ হয়ে অন্তর্বাস্তবতা মুখ্য হয়ে উঠতে থাকে। পত্রিকাগুলি লেখকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ চালাতে থাকে।

সাহিত্য আন্দোলনের পাশাপাশি ষাট-সত্তরের দশক রাজনৈতিক দিক দিয়েও উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে চীনের সঙ্গে এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ লেগে যাওয়ায় দেশের প্রচুর অর্থ যুদ্ধের পেছনে খরচ হয়। ফলে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। ১৯৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসে ভাঙন দেখা দেয়। নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধীশক্তি বিজয়ী হলে যুক্তফ্রন্ট তৈরি হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতে কৃষকদের উপর পুলিশ গুলি চালালে শুরু হয় 'নকশাল আন্দোলন'। ১৯৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন এবং ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয়, জনতা সরকার শপথগ্রহণ করে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট বিপুলভাবে বিজয়ী হয়। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেই 'অপারেশন বর্গা' কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করার জন্য আইন তৈরি হয়।

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় নকশালবাড়ি আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই বাংলা ছোটগল্প একটা বাঁক নিয়েছে। বহু ছোটগল্পের উৎস ও অনুপ্রেরণা রূপে কাজ করেছে নকশালবাড়ি আন্দোলন। এই আন্দোলন শ্রেণিবৈষম্যকে নতুন করে তুলে ধরেছে। ফলে ছোটগল্পে আবার নিম্নবিত্ত মানুষ ও তাদের অস্তিত্বের সংকটের কথা উঠে আসতে থাকে। সত্তরের দশকের শেষে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে জেলবন্দী সমস্ত নকশালদের মুক্তি দেয়। এই দশকের শেষের দিকে 'অপারেশন বর্গা' এবং ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হলে গ্রামবাংলার ছবি আস্তে আস্তে পালটাতে থাকে। আশির দশকে জোতদার তথা সামন্ততান্ত্রিক প্রতিভূদের ক্ষমতা অনেক কমে যায়। সাধারণ কৃষকদের পায়ের তলার মাটি আস্তে আস্তে শক্ত হয়। বিভিন্ন প্রকল্প চালু হয়, কলকারখানা চালু হয়। কিছু কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। সত্তর-আশির দশকেই বাংলা ছোটগল্পের ধারায় অনেক ছোটগল্পকার উঠে এসেছেন। এঁদের ছোটগল্পে সমকালীন গ্রামীণ জীবন নতুনভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ঘটে যাওয়া আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলি তাঁদের ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। তাঁরা বিশ শতকের শেষ দুই দশকে অনেক ছোটগল্প লিখেছেন এবং দু-একজন বাদ দিলে প্রত্যেকের কলম এখনও সৃষ্টিশীল।

বাংলা ছোটগল্প নিয়ে এযাবৎ বিভিন্ন গ্রন্থ লেখা হয়েছে, গবেষণা হয়েছে। বাংলা ছোটগল্পের সাম্প্রতিক প্রবণতা নিয়েও অনেক প্রাবন্ধিক ও সমালোচকের আলোচনা বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। বিশেষ করে লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্ত আলোচনা সর্বদাই লক্ষ করা যায়। তবে ১৯৮০ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তন নিয়ে বিক্ষিপ্ত কিছু লেখা চোখে পড়লেও সামগ্রিক আলোচনার অবকাশ আছে বলে মনে করি। সেই সূত্র ধরেই 'বাংলা ছোটগল্পের বিষয়বিন্যাস ও প্রকাশরীতি (১৯৮০-২০০০)' বিষয়ক গবেষণাকর্মে অনুপ্রাণিত হয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকর্মগুলি অধ্যয়ন করতে গিয়ে মনে হয়েছে এ ধরনের গবেষণা সম্ভবত কোথাও হয়নি।

১৯৮০ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বাংলা ছোটগল্পের ধারায় অনেক ছোটগল্পকার ছোটগল্প সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের মধ্যে গবেষণাকর্মের জন্য নয়জন গল্পকারকে নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত ছোটগল্পকারদের গল্পের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর পাশাপাশি তাঁদের ছোটগল্পে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, রাজনীতি, সমাজচেতনা, অর্থনৈতিক সংকট ও দাম্পত্য সমস্যা কীভাবে উঠে এসেছে, তা তুলে ধরাই হবে গবেষণার মূল বক্তব্য। সমগ্র গবেষণাকর্মটিকে নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : ছোটগল্প সংজ্ঞা স্বরূপ বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

তৃতীয় অধ্যায় : নির্বাচিত ছোটগল্পকারদের ছোটগল্পের আলোচনা।

চতুর্থ অধ্যায় : সময়ান্তর্গত বাংলা ছোটগল্পের বর্গীকরণ।

পঞ্চম অধ্যায় : সময়ান্তর্গত বাংলা ছোটগল্পের দিক পরিবর্তন—আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু।

এছাড়াও গবেষণাকর্মের সম্পূর্ণতা দান করার জন্য ভূমিকা, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি ও নির্ঘণ্ট যুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমালোচকদের দেওয়া ছোটগল্পের সংজ্ঞাকে সামনে রেখে একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিভাগ এবং উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যেকার পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলা ছোটগল্পের সূচনাকাল থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত ক্রমবিবর্তনের

ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে নির্বাচিত ছোটগল্পকারদের ব্যক্তিগত জীবন, সাহিত্যিক জীবন, পুরস্কার প্রাপ্তি ও তাঁদের লেখালেখির বিশেষত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের ছোটগল্পের আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে নির্বাচিত ছোটগল্পকারদের ছোটগল্পের বর্গীকরণ করা হয়েছে নিম্নলিখিত ভাবে— ক. মনস্তত্ত্বমূলক ছোটগল্প, খ. রাজনৈতিক ভাবনাযুক্ত ছোটগল্প, গ. সমাজচেতনামূলক ছোটগল্প, ঘ. অর্থনৈতিক সংকটমূলক ছোটগল্প ও ঙ. দাম্পত্য সমস্যাকেন্দ্রিক ছোটগল্প।

সমগ্র গবেষণাকর্মটি বর্ণনামূলক, তুলনামূলক ও অবয়ববাদী আলোচনা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে 'সাহিত্য সংসদ' প্রকাশিত 'সংসদ বানান অভিধান' গ্রন্থের অনুসরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি উদ্ধৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আকর গ্রন্থের পংক্তিগুলিকে অবিকলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।